দৈনিক বাংলা

15

তারিখ 25 APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কার

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার ২০ এপ্রিল। প্রথম দিন ছিল বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষা। ধারণা করা হয়েছিল, এ পরীক্ষায় হয়ত কাউকে বহিষ্কার করতে হবে না। কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। বহিষ্কৃত হয়েছে ৫৫৯ জন ছাত্রছাত্রী। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় আট লাখ। অনেকের মতে, সে তুলনায় প্রথম দিনের বহিষ্কারের সংখ্যা বেশী নয়।

তবে এই বহিষ্কারের পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। বহিষ্কার সম্পর্কে এবার নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা ছিল। কথা ছিল এবার প্রকাশ্যে কাউকে বহিষ্কার করা হবে না। হলে ঢুকবার সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তল্লাশি করা হবে। এর পরে কেউ হলে অবৈধ উপায় অবলম্বন করলে গোপনে তার সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়া হবে। পরীক্ষার্থী কোন কিছুই জানতে পারবে না। তাকে স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা চালিয়ে যেতে দেয়া হবে। কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা হচ্ছে, এমনটি হলে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন হাঙ্গামা হবে না। নির্বিঘ্নে এবং নির্বিবাদে পরীক্ষা হবে সকল কেন্দ্রে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে পরীক্ষার প্রথম দিনেই এ নীতি সঠিকভাবে অনুসৃত হয়নি। প্রকাশ্যে ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কার করা হয়েছে। ফলে কোন কোন কেন্দ্রে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। হয়ত বা এমনও হতে পারে যে হলের কর্মকর্তারা পূর্বের বহিষ্কার পদ্ধতির শিকার হয়েছেন অজান্তে; বা নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অবহিতি ছিল না।

তবে নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ভিন্ন বক্তব্যও আছে। বক্তব্য হচ্ছে, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন গ্রামবাংলার পরীক্ষা কেন্দ্রে কাউকে বহিষ্কার করা হলে সে খবর গোপন রাখা খুব কঠিন। বহিষ্কৃত ছাত্রের স্কুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এ তথ্য গোপন রাখবেন না। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে প্রকাশ্যে বহিষ্কার করা হলে ছাত্রছাত্রীদের কিছু বলার থাকে। অন্যথায় অসদুপায় অবলম্বন না করেও বিভিন্ন স্কুলের কোন্দলের শিকার হয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী এই পদ্ধতিতে গোপনে বহিষ্কৃত হতে পারে। আরও উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতিটিও নতুন নয়। দীর্ঘদিন পূর্বে এ পদ্ধতি চালু ছিল। এ পদ্ধতি ঘোষণা দিয়ে বাতিল করা হয়েছে বলে কোন খবর অন্তত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কোন মহল থেকে ঐ পুরনো পদ্ধতির ব্যর্থতা বা সাফল্য সম্পর্কে কোন কিছুই জানান হয়নি।

তবে নিশ্চয়ই একটি লক্ষ্য সামনে রেখে এবার নতুন করে ঘোষণা দিয়ে এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। তবে অনেকের ধারণা হচ্ছে এ পদ্ধতিতে বহিষ্কারের সংবাদ প্রথম দিকে একান্তই গোপন রাখা প্রয়োজন, এমনকি প্রতিদিন বিভিন্ন কেন্দ্রে বহিষ্কারের খবর পত্রপত্রিকায় দেয়া সঠিক হবে না। কারণ পত্রপত্রিকায় খবর বের হবে আর পরীক্ষার্থীরা জানবে না কে বহিষ্কৃত হল—এ পরিস্থিতিতে সকলের মনেই অস্বস্তির সৃষ্টি হবে। তাই নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে বোর্ডওয়ারী বহিষ্কারের খবর সকল পরীক্ষা শেষ হলে খবরের কাগজে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় অথবা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় বহিষ্কৃতদের তালিকাও প্রকাশ করা যেতে পারে।

অন্যথায় বহিষ্কারের খবর নিয়ে গুঞ্জন হবে। গুঞ্জন থেকে বিক্ষোভ হবে। প্রায় কোন পরীক্ষার্থীই স্বস্তিতে পরীক্ষা দিতে পারবে না। কারণ সেও যে বহিষ্কৃত হয়নি তার নিশ্চয়তাও বা কে দেবে। আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরীভিত্তিতে এ প্রশ্নগুলি ভেবে দেখবেন।

ওয়াহিদুল ইসলাম
বাড়ি ৩২, রোড ৬, সেক্টর ৩, উত্তরা